১ অশ্বমেধের ঘোড়া

১। সামাজিক, অর্থনৈতিক অসহায়তা, ভদ্রলোক হওয়ার দায় ছিলেন 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে রেখা-কাঞ্চনের জীবনের মধ্যবর্তীকে বাড়িয়ে তুলেছে সেখানে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অশ্বমেধের ঘোড়া' রেখা-কাঞ্চনের ভগ্ন স্বপ্নের গল্প। শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী-তরুণ প্রণয়ী যুগল কাঞ্চন-রেখার নিরাশ্রয়, অস্তিত্বহীন জীবনের যন্ত্রণা এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন সমাজের ছবিও রয়েছে গল্পটি প্রকাশিত এই গল্পে। বাঙালির ঐতিহ্য মেনে চলে ছেলে-মেয়ের যন্ত্রণা এখানে কাঞ্চনের কর্তা-প্রকাশিত। এর মধ্যেও যেন ধরা পড়েছে আশ্রয়হীনতার যন্ত্রণা।

প্রান্তবয়স্ক এই দম্পতি-কাঞ্চনজঙ্ঘা শহরে থেকেও একটু নিভৃত স্থান পায় না, অর্থনৈতিক কারণে তারা তাদের নিজের সংসারও গড়তে দিতে পারে না। এইজন্যে পারিবারিক কারণেই রেখা-কাঞ্চন রেজেস্ট্রি বিয়ের খবরটা লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। সমাজ বিবাহ বার্ষিকী-তেও তারা একটুও নির্মল অবকাশ পায় না।

এইজন্যে তাদের জীবনের স্বপ্নগুলি পথহারা পাখির মতো মুখ থুবড়ে পড়ে। অথচ একদিন দূর থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের সুরে তাদের বিবাহসম্মত-বিয়েই হয়েছিল। রেখাকে সেদিন বিয়ের সিঁদুর-চিহ্ন মুছে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। এই এক বছর ধরে ওরা জীবনের শেষ পরিণতেলায় হয়ে দেখার জন্যই করতে পেরেছে, সংসার সুখ তাদের পাওয়া হয়নি।

২। রেখা

হয়ে গেল, এক পেয়ালা চা, [redacted] ওর পক্ষে অসম্ভব ক্লান্তি ও ক্লান্তে অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া। কাঞ্চন এর জন্য খুব অসহায় বোধ করে। সে দেখে কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, সময়ের দূরত্বের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। অথচ তার চার পাশের প্রিয় মানুষগুলো একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই নিজেকে সে পোকার সঙ্গে তুলনা করে বলে - "এযুগের নিয়তিই হল বাস্তু ও প্রৌঢ়ত্ব - মাঝখানে কিশোর চড়ায় হাঁটা ও আত্মগুণে, ভালোলাগার আর দুঃখের তিরোধানে পোকার মতো গর্ত খুঁড়ে নিচে নামছি।"

কাঞ্চন তাই এখন আত্মসন্ধানী হয়ে ওঠে। বারবারই সে সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতে পায়। মনে হয়, "একদিন, কোনো এক নিটোল অস্পষ্টিত্ব অতীতে, সবই ছিল স্বপ্ন। ... অথচ সামনে সমুদ্র ছিল।" একটু অন্যরকম ভাবে ফিলোকার্টে বলে ভাবনা ওর। অমলাদের বাড়ি থেকে ওরা চাপলো একটা ঘোড়ার গাড়িতে। গঙ্গার ধার দেখে খিদিরপুর যাবে ওরা, চারদিকে তখন ঘোর মালতীফুলের গন্ধ, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নায়কের মনে পড়ল। কিন্তু ঘোড়ার গাড়ির ঝরঝরানি, গাড়িচালকের অস্ফুট এসমস্ত ভেঙে দেন করে গেল প্রাক্তন সান্ধ্যালের সুন্দর গাড়িটা। স্বপ্ন আর বাস্তব মিলে ওদের জীবনটা হয়ে ওঠে সুরচন্দ্রাণী কোথে আক্রান্ত।

এই ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ওদের ভালো লাগছিল। ঘোড়ার খুরের শব্দ যেন উঠল অতীত যুগের মাদকতা। গাড়োয়ান বৃষ্টির জন্য পর্দা ফেলে দিলে ওরা যেন [illegible]

পেয়ে গেল। ওদের মন তখন বৃষ্টি আর নির্জনতা মিলে অপরূপা হয়ে উঠেছে। কাজের মধ্যে আর আধুনিকতার অন্ধকারের স্মৃতি, আর তীব্র ঘোর-সন্তানের দুশ্চিন্তার ছবি। মাঝ হয়ে রেখা গেল সেকালের দুটি কন্যা, যাকে বয় করেছে অন্ধকারেই আর পুরুষ। এখন দুজনের মাঝে রেখাকে পড়তে গেল কেশব। কিন্তু মনস্তত্ত্ব-রোমান্স-অভিযোগ করে দিল ঘোড়ার গাড়ির মালিকের একটা ঘোড়া যাওয়া, দুটো এল তার তীক্ষ্ণ অকাল্পনিক সংলাপ - "দুর্ভিক্ষের শেষ, হেমন্তের ভরাভরি দিনেরা।" এতক্ষণ ধরে দুই শিক্ষিত তরুণ-তরুণী - স্বামী স্ত্রীর লালিত স্বপ্ন, ইচ্ছা, আবেগের সমস্ত সব যেন ধ্বস ধ্বস হয়ে ভেঙে গেল। ওদের ভবিষ্যৎ আবরণ নুয়ে গেল অন্ধকারের ধূসর সমুদ্রে।

এরপর ওরা আবার স্বামী-স্ত্রী হয়েও অপরিচিতের মতো হেঁটে গেল যে যার সংসারে। আসলে ওরা এমন এক ভেঙ্গুর সময়ে দাঁড়িয়ে আছে, যখন চারদিকে ভেঙে পড়ছে বিশ্বাস ও আশ্রয়। মানুষের চেনা এখন কোথাও দুর্গত - দাঁড়াবার কায়গা নেই। আধুনিকতার অন্ধকারের ঘোর ও এখন ভোরা আছে, অথচ ভোরের মাঠে দাঁড়ায়, এলেই এটি হয়ে ওঠে আমাদের দুজনের অস্তিত্বের গল্প।

— x —

২। 'অশ্বমেধের ঘোড়া'র নামকরণ :-

ছোটগল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে বিষয় ও চরিত্র আশ্রয়ী এ গল্পের লেখকগণ ব্যঞ্জনার উপর বেশী নির্ভর করেন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটির নামকরণও এইরূপ ব্যঞ্জনানির্ভর নামকরণ। পুরাণের অশ্বমেধের রূপকল্পে লেখক এখানে আধুনিক নারীর অর্থনৈতিক ও দাম্পত্য সমস্যার রূপায়ণ করেছেন। "কলকাতা তো তাড়াতাড়ি পাল্টায়" - এই পাল্টানো কলকাতা রেখা ও কাঞ্চনের চোখে যে বিস্ময়মিশ্র ও নৈরাশ্যের ছবি হয়ে দেখা দেয়, 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে আছে তারই রূপায়ণ।

এখানে এক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী দম্পতি রেখা ও কাঞ্চন সংসারের দারিদ্র্যের ও দায়িত্বের কারণে বিবাহিত দম্পতি হয়েও তাদের বিবাহের সংবাদ বাড়িতে জানাতে পারে না। ওদের এক কুয়ের বিবাহবার্ষিকীর দিনটাকে একটু অন্যভাবে পালন করতে চেয়ে গিয়ে এক ঘোড়ার গাড়ির চালকের কাছেও অপমানিত হতে হয় তাদের, এ গল্পে আছে তারই মর্মবিদারী ঘটনা। কাঞ্চনের মনের মধ্যে সামান্যতই ক্ষোভ জমা হতে থাকে। বিবাহিত বধূ হওয়া সত্ত্বেও রেখাকে সে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে পারছেন। এই অপমান তাকে কুরে কুরে খায়। "চুরি করে একটু সময় নেওয়া, দুটো কথা, এক পেয়ালা চা... তারপর অথম ক্লান্তি ও ক্ষোভে অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া।" কাঞ্চনের মনে হয়, সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে তার প্রিয় কলকাতা। নিজেকে তার মনে হয় কীট পতঙ্গের মত। দারুণ আক্ষেপে সে বলে- "এ দুয়ের নিয়তিই হল বাল্য ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝখানে নিরালা চড়ায় ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা, ছেলে লাগাতার কর্তব্যের পিরোঠে পোকার মত গর্ত খুঁড়ে নীচে নামছি।" এই আত্মসমীক্ষার

পথ ধরেই যে পৌঁছে গেছে আর্য ভারতবর্ষে, যখন অশ্বখুরধ্বনি- ধ্বনিত হত আর্য পুরুষের দৃপ্ত পৌরুষ। সামান্য ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াটিই হয়ে উঠত যেন সেকালের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া।

এই লাস-চুমা-চ্যাঙ্গি কাম দিয়ে নিজের মাটিকীর দিনটাকে একটু অন্যভাবে উদ্‌যাপন করতে ভরা বেছে নিয়েছিল ঘোড়ার গাড়ি। গাঁটার ধার ধরে ছোদিরপুর পর্যন্ত যাবে ভরা ঘোড়ার গাড়িতে। অবশ্য পকেটের কথা ভেবে ঘোড়ার গাড়ির চালকের সঙ্গে একটু দরকষাকষি করে তিনটাকায় রফা করতে হল ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া।

বৃষ্টি নামল কলকাতা শহরে। বেখার কাতরতা হতে লাগল বৃষ্টির কণা। তার আঙুল সুলিত হাসল নাচের মুদ্রার ভঙ্গি। ঘোড়ার খুরেও যেন লেগে গেল নূপুরের শব্দ। ঘোড়ার গাড়ির পর্দা টানা নিভৃত অন্ধকার তাদের জন্য রচিত হল এক অন্য বাসর।

অশ্বখুরধ্বনি যেন বিশেষ করে দিল কাণ্ডারকে। মনে হল যে যেন সেকালের দৃপ্ত-বীর আর্যপুরুষ, চাবুক হাতে অর্জন করছে যে বীরত্বের অহঙ্কার। তাই 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এই নামকরণটির সার্থকতা এমে পড়ে পুরাণ ও ইতিহাসের অনুষঙ্গে। সেদিনের গাড়ি চালক তাদের স্বামী-স্ত্রীকে ঠকাতে পারেনি। তাদের চুক্তিকে যেন চুলচেরা পরখ করে তাদের কাছ থেকে বেশি ভাড়াও দাবি করেছিল। পুরাণের অশ্বমেধের ঘোড়া ছিল রাজাদের বিজয়ের প্রতীক। অবশ্য অনেকটি মিথ অনুযায়ী অশ্বমেধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারীর অপমানের প্রসঙ্গ। কথিত আছে, সেকালে যুদ্ধের অশ্বমেধের আয়োজন করা জিনিয়া রাজার পত্নীকে সেই অশ্বের সঙ্গে

প্রকাশ্য সহনশীলতা করতে হত। অর্থাৎ এই অশ্বমেধের সঙ্গে রয়ে গিয়েছিল নারীর অপমানের স্মৃতি। এখানে রেখাকে নারী-বাহক যে অপমানের চোখে দেখেছে, তার সঙ্গে জেন্ডার ইরানের- নারীত্বের অপমানের স্মৃতিও বয়ে যেতে পারে।

আরও একটি গভীর দিকটি এটাই যে এখানে মেধ ঘোড়াও একার বস্তু হয়ে ওঠা ছাড়া, শুধু নারীর অপমানটাই সর্বজনীন এক রূপ পায়, ঘোড়ার ভূরিভোজনে-ও এখন রথের ছত্র ইঙ্গিত দেয়, আছে ক্লান্তির ইশারা, স্বর্ণের উদ্দেশ্য স্বর্ণ রথ হয়ে সাধারণ ওড়ার নারীর ঘোড়াকে পরিণত। কারণ এলেই বেরিয়ে গেল সেদিন- "অশ্বমেধ যজ্ঞের সার্থক ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। তার ঝাঁকিয়ে আর ঘোড়সওয়ারের পায়ের তলায় হা হা করে কেঁদে উঠল। আর যে যজ্ঞের অশ্বকে ফিরিয়ে আনতে-ওসীরথ সর্ব সর্বাঙ্গ এসেছিল, " মাত্র আড়াই দিনের মিলনে সে আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে পৌঁছে দেবে।

ঘোড়া গতির প্রতীক, তার চলার উদ্দীপ্ত ঠিকানাতে তার অন্তরের তেরশিতা, এটাই কাম্য, কিন্তু মানুষ তার প্রয়োজন দিয়ে বন্দী করেছে এই মুক্ত গতির প্রাণীটিকে। জোর করে আজন্ত তাদের হৃদয়ের প্রেম আকাঙ্ক্ষা বন্দী করেছে প্রয়োজনের চাপে। তাদের হীনতার অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘোড়াও হয়ে গতি হারিয়ে সংসারের বন্ধনে বন্দী হয়ে গেছে। এইখানেই কারণেই এই গল্পটির, অশ্বমেধের ঘোড়া নাম করণটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

//

সংক্ষেপে নির্ণয় কর:-

১. কি আর করি বলো! প্রবেশ সান্যালের নাটকের মতো প্রমোদকুমার বেড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের নায়িকা হলে সুর-চন্দ্রালীর দোষ কীসলাতে কে!

'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে শম্ভুচরণ ও রেখা বেরেন্দ্রি লিয়ে করে স্বামী স্ত্রী হয়েছে। কিন্তু শম্ভুচরণের আয় এত কমে, তারা বাড়ি তে লিয়ের খরচাও চালাতেই পারেনি। বিবাহ বার্ষিকীর দিন কলকাতার রাজপথ ধরতে বেড়িয়ে রেখাই যথার্থই বলেছে। প্রবোধ সান্যাল 'মহাপ্রাণ' যুগের গল্পকার। তাঁর লেখায় দারিদ্র্যের ছবি আছে। রবীন্দ্রনাথের নায়িকা রুচিশীলা অঙ্কিত। এই দুজনের পার্থক্যের মতোই রেখা ও শম্ভুচরণের চাওয়া-পাওয়ায় যে অমিল আছে, তা-ই এখানে বেমানান হয়েছে।

//

২. আসলে আমরা দুজনেই আমাদের আলাদা পরিবারের কাছে গোপন করে যাচ্ছি, নিজের কাছে সত্য থাকার ভাবনায় পরিবারের কাছে ছদ্মবেশ পরেছি।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অশ্বমেধের ঘোড়া' থেকে অন্ত্যমিল গল্পটি গৃহীত হয়েছে। রেখা ও শম্ভুচরণ এখানে স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু তাদের উপর নির্ভরশীল দরিদ্র সংসারের কাছে তারা একথা প্রকাশ করতেই পারছে না। তাই তাদের চাহিদাই তাদের একমাত্র কৌতুক বলে মনে হয়, তারা নিজেদের মনের আকাঙ্ক্ষাকে মনের মধ্যে চেপে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। নিজেদের কাছে সত্য থাকার ও তারা পরস্পর ভালোবাসার ছদ্মবেশ পরে আছে।

৩. কলকাতা বেশ্যা পাড়ায়, আমরা শুধু রাস্তাটুকুর খবর রাখি।

এটি 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পের অন্তর্ভুক্ত। রেখা ও কঞ্চন স্বামী-স্ত্রী, যদিও সংসার তাদের নিয়ে খবর পায়নি। বিবাহ বার্ষিকীর দিনটা তারা একটু অন্যভাবে উদ্‌যাপন করতে গিয়ে পথে নেমেছে। তখন কঞ্চনের ভাবনার সূত্রে এই কথাটি বলা হয়েছে। ওরা শুধু রাস্তা দিয়ে হাঁটে, চার দীনের কলকাতা শহরের বদলাবার, শুধু রঙে রঙিন হওয়ার খবর পৌঁছয় না, রাস্তাটাই শুধু ওরা চিনেছে।

৪. আমি একটা কলেজের শিক্ষক, রেখাকে নিয়ে সংসারে স্ত্রীর মর্যাদা দেবার সাধ্য আমার নেই।

এটি 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে কঞ্চনের উক্তি। কঞ্চন একটি কলেজের শিক্ষক। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা তার ভালো না, উপরন্তু আছে একটি বিশাল সংসারের প্রতিপালনের দায়িত্ব। এই রেখাকে নিয়ে ঘরেও এই কথা মুখ ফুটে বলতে পারে নি। বিশেষ বার্ষিকীর দিন রেখাকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে তাকে নিজের বিবাহিত সম্পর্কের সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে রাখতে হচ্ছে। এই আক্ষেপেই কঞ্চন এমন এই উক্তি করেছে।

//